|  |
| --- |
| **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

বাংলাদেশ মূলত একটি পলিসৃষ্ট ব-দ্বীপ। তাই এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি অনেকটা পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেশের পানি সম্পদের কার্যকর ও সফল ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদী ভাঙন রোধ, নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ রক্ষা, হাওড়-বাওড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এই মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কৃষি কাজে ব্যবহৃত পানির সরবরাহ নিশ্চিত করে যাচ্ছে। কৃষি কাজে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ শতাংশ জড়িত তন্মধ্যে প্রায় ৫৭ শতাংশ নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। নদী ড্রেজিয়ের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা রক্ষায়ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। মন্ত্রণালয় কৃষি কাজে পানির নিশ্চয়তার পাশাপাশি মৎস্য আহরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। মৎস্য আহরণে প্রায় ১৫ শতাংশ নারী জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করছে। এই সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দারিদ্র্য হ্রাসসহ নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

জাতীয় নারী নীতি-২০১১ অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়/সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর সমঅধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত করার নির্দেশনা আছে। সেই আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০-এর আওতায় প্রণীত অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪-তে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ছিন্নমূল নারীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিধিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রকল্প এলাকায় ভূমিহীন নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী। এছাড়া মাটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৬ (ছয়) সদস্যের নির্বাহী কমিটিতে ২ (দুই) জন নারী সদস্য রাখার বিধান রয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ৩০ শতাংশ মাটির কাজ নারীদের দ্বারা সংগঠিত LCS (Land Less Constructing Society)- এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ১১১ | ৯১ | ২০ | 18.0 |
| বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | ৬,১৮৪ | ৫,৪৩৯ | ৭৪৫ | 12.১ |
| বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর | ৩৩ | ২৭ | ৬ | 18.২ |
| পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা | ১০৩ | ৯৩ | ১০ | 9.7 |
| নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৭২ | ১৪৮ | ২৪ | ১৪.০ |
| যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ | ১৯ | ১৭ | ২ | 10.5 |
| **মোট :**  | **৬,৬২২** | **৫,৮১৫** | **৮০৭** | **12**.২ |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)’ এর মাধ্যমে নারীর সঠিক উন্নয়নের জন্য ১,৩৪৫ জন নারীকে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পাম্প অপারেশনসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়েছে। ‘হাওড় এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রায় মান উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় ২,৭২২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিডিএসপি প্রকল্পের আওতায় ৩৫,২৫১টি পরিবারকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে ৫০ শতাংশ নারী উপকারভোগী। সার্বিকভাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৯,৮৯০ জন। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪১,৪০৫ জন ও নারীর সংখ্যা ২৮,৪৮৫ জন, যা মোট উপকারভোগীর শতকরা প্রায় ৪০.৭৬ ভাগ নারী।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নদী ও খাল খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন সেচ কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।  |
| উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ/অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচি | উপকূলীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান বাঁধ, অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনর্নির্মাণ, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রমে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।  |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | 1. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কাজে নারীগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ
 | সংখ্যা | ৭০০০ | 7200 |  |
| ২. | বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ধারকৃত ভূমি বণ্টনে নারীদের অগ্রাধিকার | ৭2০০ | 7400 |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী পানি সম্পদ প্রকল্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ছিন্নমূল নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলে ৩০ শতাংশ নারীসদস্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)-এর মাধ্যমে নারীর সঠিক উন্নয়নের জন্য ১,৩৪৫ জন নারীকে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পাম্প অপারেশনসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়েছে। ‘হাওড় এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রায় মান উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় ২,৭২২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও হাঁস-মুরগি বিতরণ কাজে তাদের আয়বৃদ্ধিসহ সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়েছে। সিডিএসপি প্রকল্পের আওতায় ৩৫,২৫১টি পরিবারকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে যেখানে অর্ধেক উপকারভোগী নারী।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নারীদের পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীকে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়;
* সুবিধাভোগী/উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ এবং চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক বাধা রয়েছে;
* পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাজের প্রকৃতির কারণে সরাসরি নারীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ কিংবা প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হয় না; এবং
* নদীভাঙন কিংবা প্রাকৃতিক দুযোর্গের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও কন্যাশিশুদের সরকারি সেবা এবং প্রকল্পভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা অনুযায়ী নারীদের অন্তর্ভুক্ত না করা।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* জেন্ডার ইস্যুকে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল নীতি কৌশল ও কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয়সহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* নদী, খাল খনন/পুনঃখনন, বাঁধ, নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম, অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ ও কৃষি কার্যক্রমের সঙ্গে আনুপাতিক হারে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
* জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা; এবং
* নদী ভাঙনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।